দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 30 JUL 2009

২০০২ ও '০৯-এর ফলাফল পরিসংখ্যান

নকল রোধে সক্ষমতা মাদ্রাসা বোর্ডকে এগিয়ে দিয়েছে

মোহাম্মদ আবদুর রহিম

নকল বিরোধী অভিযানকে সার্থক করে মাদ্রাসা শিক্ষার-মান উন্নয়নের মাধ্যমে বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলে দৃঢ় অবস্থান তৈরীর জেহাদকে সফলতায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। এ সার্থকতার পেছনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীন। আর এ সফলতার পেছনে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা ও পরিশ্রম করেছে মাদ্রাসা সমূহের প্রিন্সিপাল, শিক্ষকমণ্ডলী, গভর্নিং বডির সদস্যগণসহ মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণ। এ সফলতার পেছনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে মাদ্রাসা সমূহে বিশেষ পাঠদান পদ্ধতি এবং বাইরের কোচিং নির্ভর না হয়ে শ্রেণী কক্ষেই পরিপূর্ণ পাঠদান এবং প্রয়োজনে দুর্বল ছাত্রদের জন্য পৃথক বিশেষ পৃঃ ২ ক

নকল রোধে সক্ষমতা

১ম-এর পর

ক্লাস এবং আবাসিক ছাত্রদের ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারী।

বিগত ২০০৩ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার পাসের হার বৃদ্ধি, জিপিএ ৫ প্রাপ্তি এবং সনাতন পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রথম বিভাগ প্রাপ্তির ক্রমবর্ধমান পরিসংখ্যান তারই প্রমাণ বহন করে।

আলিম পরীক্ষার ফলাফলের পরিসংখ্যান

আলিম পরীক্ষার ফলাফলে ২০০৩ সালে পরীক্ষার্থী ছিল ৬০ হাজার ৯০৪ জন, '০৮ সালে ছিল ৬১ হাজার ৭২৪ জন। পাসকরা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৪ হাজার ৩০৮ জন। '০৮ সালে পাস করে ৫০ হাজার ৮৮২ জন। '০৩ সালে পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৩০.৪৫%। সদ্য ঘোষিত ফলাফলে পাসের হার ৮৪.৬০%। মহিলাদের পাসের হার ছিল ৩০.৪৫%। ঘোষিত ফলাফলে পাসের হার ৮২.৯০%। বহিষ্কারের সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৮৩৭ জন। গত পরীক্ষায় ছিল ১০১ জন। '০৩ সালে জিপিএ ৫ পাওয়ার সংখ্যা ছিল '০'। ঘোষিত ফলাফলে জিপিএ ৫ প্রাপ্তির সংখ্যা ৮৯৪ জন। '০' পাসকরা মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ২১৭টি। গত পরীক্ষার ফলাফলে ছিল ১৬টি। ১০০% পাসকরা মাদ্রাসা ছিল '০৩ সালে ৯৫টি। গত পরীক্ষায় শতভাগ পাস করা মাদ্রাসার সংখ্যা ৫৮৩টি।

ফাজিল পরীক্ষার ফলাফলে পরিসংখ্যান

নকল প্রতিরোধ আন্দোলন তুঙ্গে থাকাকালে ২০০০ ও ২০০৪ সালে ফাজিল-কামিলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কিছু কমলেও পাসের হার কমেনি। বরং বেড়েছে। ২০০৮ সাল থেকে ফাজিল, কামিল শ্রেণীর মান দেয়ার কারণে এ দু'শ্রেণীর পরীক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শুরু হয়। এর পরও স্বল্পসংখ্যক যারা সনাতন পদ্ধতিতে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা দিয়েছে, তাদের পাসের হার এবং প্রথম বিভাগ প্রাপ্তি ক্রমবর্ধমান ছিল।

ফাজিল পরীক্ষায় ২০০২ সালে পরীক্ষার্থী ছিল ২৪ হাজার ৪৩৫ জন, ২০০৭ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৮ হাজার ৭০৩ জন। '০২ সালে পাস করেছিল ৮ হাজার ৬৪০ জন এবং '০৭ সালে পাস করে ১৪ হাজার ৬৫৫ জন। '০২ সালে পাসের হার ছিল ৩৫.৩৬%, '০৭ সালে পাসের হার ছিল ৭৮.৩৬% এবং '০৯ সালে পাসের হার ছিল ৮১.৬৯%। মহিলা পরীক্ষার্থীদের পাসের হার ছিল '০২ সালে ৩০.৯৯%, '০৭ সালে পাসের হার ছিল ৭৬.৩৪%। '০২ সালে বহিষ্কার ছিল ২ হাজার ৪৭৩ জন, '০৯ সালে বহিষ্কার ছিল ৮১ জন। '০২ সালে প্রথম বিভাগ পেয়েছিল ১ হাজার ১৪০ জন এবং '০৭ সালে প্রথম বিভাগ ছিল ৭ হাজার ১১১ জন।

কামিল পরীক্ষার ফলাফলের পরিসংখ্যান

'০২ সালে কামিল পরীক্ষার্থী ছিল ৯ হাজার ১৯ জন, '০৭ সালে ছিল ১০ হাজার ১৯৬ জন। '০২ সালে পাস করেছিল ৬ হাজার ৯৯৮ জন, '০৭ সালে পাস করেছিল ৯ হাজার ৯২৮ জন। '০২ সালে পাসের হার ছিল ৭৭.৫৯%, '০৯ সালে পাসের হার ছিল ১০০%। '০২ সালে মহিলা পরীক্ষার্থীদের পাসের হার ছিল ৬৫.৭৬%, '০৯ সালে পাসের হার ১০০%। '০২ সালে বহিষ্কার ছিল ৫৭২ জন, '০৯ সালে বহিষ্কারের সংখ্যা '০'। '০২ সালে প্রথম বিভাগ ছিল ১ হাজার ৯৩ জন, '০৭ সালে প্রথম বিভাগ ছিল ৫ হাজার ১৬২ জন।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের গত আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার ফলাফলে শীর্ষ ১০ মাদ্রাসার তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী ছিল রংপুরের খাপ সাতভিটা বায়তুল মোকাররম কামিল মাদ্রাসা। মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আ ন ম হাফিজুজ্জামান, মাদ্রাসা পরীক্ষার পাসের হার ১০ শিক্ষা বোর্ডের পাসের হারের শীর্ষে উঠার কারণ সম্পর্কে বলেন, মাদ্রাসায় ছাত্র ভর্তির পর ছাত্রদের সবকদান শুরু হয় মসজিদে বা মাদ্রাসায়। কোরআনের আয়াত দিয়ে ছবক শুরুর একটি বিশেষ প্রভাব, ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রথম দিন থেকেই বর্তায়। দ্বিতীয় দিন থেকেই শুরু হয় পূর্ণাঙ্গ পাঠদান। পাঠদান ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর হাজিরা সকল ক্লাসে শতভাগ নিশ্চিত করতে পাঠদানের শুরু অর্থাৎ প্রথম ঘণ্টায় এবং শেষ ঘণ্টায় দু'বার হাজিরা নেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। পাঠদানকালে যে কোন একটি অধ্যায় শেষ হওয়ার পরই শ্রেণী পরীক্ষা নেয়া হয়। শ্রেণী পরীক্ষায় বা টার্মিনাল পরীক্ষার ফলাফল কেউ কোন বিষয়ে খারাপ করলে তার ফলাফল অভিভাবকের নিকট দেয়া হয়। কোন কোন বিষয়ে দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজের ভেতরেই বিশেষ ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কোচিং বিষয়টি মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট অপরিচিত।

মাদ্রাসা কেন্দ্রে কোন বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা চলাকালে অন্যান্য ক্লাসের পাঠদান বন্ধ থাকে না।

তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন শিক্ষা বহির্ভূত কার্যক্রম মাদ্রাসা শিক্ষায় অনুপস্থিত। আবাসিক ছাত্ররা যখন নিজেরা পাঠ তৈরী করে, তখন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের উপস্থিতি ও পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা হয়। পড়ালেখার পাশাপাশি জ্ঞান অর্জনের বিষয়ে ইসলাম তথা কোরআনের তাগিদ ছাত্র-ছাত্রীদের উপলব্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

তিনি বলেন, উল্লিখিত কারণেই মাদ্রাসা শিক্ষার ফলাফলের হার শীর্ষে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ।